রোয়াল্ড ডাহ্‌ল ও বনফুল ঃ এক স
াযুজ্যের সন্ধানে

কেতকী দত্ত

যুগ ভিন্ন, পটভূমি ভিন্ন — তাই বিষয় বস্তুতে ভেদ থাকাটাই স্বাভাবিক। উপরন্তু বনফুল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ (১৯২৩ এ "প্রবাসী" তে "পাখি" দিয়ে লেখা শু) ও মধ্যভাগ দখল করে আছেন, যেখানে রোয়াল্ড ডাহ্‌ল (Roald Dahl) মারাই যান ১৯৯০-এ, মানে "এই তো সেদিন" আর জন্মও তাঁর ১৯১৬ তে। বনফুলের গল্পে যেমন নানারকম প্রকারভেদ রয়েছে, রোয়াল্ড ডাহ্‌লের গল্পেও তা লক্ষ করা যায়। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, বনফুল যেমন "ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর" গল্প লিখেছেন যা রোয়াল্ড ডাহ্‌ল কেন কাফকা ছাড়া আর কেউই বোধহয় তা লিখে যাননি। একথা বলতেও দ্বিধা হয় না যে, কাফকার ক্ষুদ্রতর গল্পেও সেই চিত্র ফোট ানোর দক্ষতা নেই যা বনফুলের আছে। অবাক হতে হয়, যখন দেখি এই ভারতের মাটিতে ততোখানি জনপ্রিয়তা না পেলেও রোয়াল্ড ডাহ্‌লের ছোটগল্পেও আছে চিত্রকরের তুলির ছোঁয়া।

ডঃ সুকুমার সেন তাঁর "বনফুলের ফুলবন" বইটিতে স্পষ্টতঃ বলেন, "বনফুলের রচনা চিত্রধর্মী, সুতরাং তাঁর রচনাবলীর সাহিত্য-উপাদানের ধর্মই - তা সে নাটক বা উপন্যাস থেকে হোক - গল্পত্ব। সুতরাং, ছোটগল্প রচনায় তাঁর কৃতিত্বের প্রশ্ন উঠতেই পারে না। ড. সুকুমার সেন বনফুলের গল্পের অন্তঃস্থলে ঢুকে ব্যাখ্যা করেন আরও। তাতে মনে হয়, রোয়াল্ড ডাহ্‌ল "পোট্রেট" আঁকায় দক্ষ, ততোটা হয়তো 'ক্লোজ আপ" নির্মাণে নন। এদিক থেকে হয়তো বনফুলের সাথে বৈপরীত্যই পরিস্ফুট। ড. সেন বলছেন, " যে চিত্র ছোটগল্পের উপাদান, তা প্রধানতঃ দু'জাতের — 'পোট্রেট' অর্থাৎ ছবি, আর 'ক্লোজ আপ' অর্থাৎ চেহারা। 'পোট্রেট' ভা বিয়ে তোলে, ক্লোজ আপ' চমক দেয়। বনফুলের অসাধারণ দক্ষতা 'ক্লোজআপে'। বিসাহিত্যে ছোটগল্পের 'ক্লোজআপ' টেকনিকে সবচেয়ে দক্ষ লেখক বোধকরি আইরিশ আমেরিকান ও -হেনরী। বনফুলের অনেক ছোটগল্পে আমি ও হেনরীর কলমের আঁচড় লক্ষ করেছি।" তবে ঐ যে বললাম, রোয়াল্ড ডাহ্‌ল কিন্তু চমকের চেয়েও গভীর ভাবনার দিকে টেনে নিয়ে যান পাঠককে। সেদিক দিয়ে তুলনা করলে রোয়াল্ড ডাহ্‌ল তাঁর ছোটগল্পগুলোতে দেকার্তের বাণীর যথার্থতা বুঝিয়েছেন। "Cogito ergo sam" অথবা "I think therefore I am" (চিন্তা করি বলেই আমার অস্তিত্ব) বনফুল গল্পের 'চমক' আনার জন্য অনেক সময় বৈপরীত্য বা 'Contrast' এর সাহায্য নেন অকপটে। রোয়াল্ড ডাহ্‌ল ততোখানি না হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'মোচড়' তো এনেছেনই গল্পে প্রাণ ফোটাবার স্বার্থে! 'Observer' পত্রিকা ডাহ্‌লকে অ্যাখ্যা দেন, "the absolute master of the twist in the tale" হিসাবে। বনফুলের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গল্পদুটি "তাজমহল" বা "নিমগাছ" -এর বৈশিষ্ট্যই হলো বৈপরীত্যের চমক। যে বৃদ্ধ তার রোগিনী স্ত্রীকে সর্বসময়ের জন্য গাছের তলায় অ াগলে বসে থাকতো চিকিৎসার জন্য, সে যে 'ফকির শাজাহান' কে জানতো? তার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় স্ত্রীর মৃত্যুর পর এই কথোপকথনেই গল্পের প্রাণ এবং প্রাণ-ভে ামরা রয়েছে ঐ বৈপরীত্যেই —

"ঝাঁ ঝাঁ করছে দুপুরের রোদ, কি করছে বুড়ো ওখানে? মাঠের মাঝখানে মুমূর্ষু বেগমকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছে না কি? এগিয়ে গেলাম। কতকগুলো ভাঙ্গা ইট আর কাদা নিয়ে বুড়ো কি যেন গাঁথছে।

"কি হচ্ছে এখানে মিয়া সাহেব —"

বৃদ্ধ সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে সেলাম করলে আমাকে।

"বেগমের কবর গাঁথছি হুজুর"।

"কবর"?

"হাঁ হুজুর।"

চুপ করে রইলাম। খানিকক্ষণ অস্বস্তিকর নীরবতার পর জিজ্ঞাসা করলাম — "তুমি থাক কোথায়?"

"আগ্রার আশেপাশে ভিক্ষে করে বেড়াই গরীব-পরবর।"

"দেখি নি তো কখনো তোমাকে। কি নাম তোমার?"

"ফকির শা-জাহান।"

নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

(পৃ - ৪৯৪ - ৪৯৭, বনফুল রচনাবলী, (৮ম খন্ড))

একইভাবে, 'নিমগাছ' নামের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গল্পেও কবির চোখে সেই নিমগাছের গুত্ব প্রকাশের কী অপূর্ব দ্যোতনা। সকলেই নিমের উপকারিতা নিয়েই ভাবিত, একমাত্র, সেই 'নূতন ধরনের' লোকটিই অন্যদৃষ্টিতে আবিষ্কার করে একে নতুনভাবে।

"হঠাৎ একদিন একটা নূতন ধরনের লোক এল। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো নিমগাছের দিকে। ছাল তুললো না, পাতা ছিঁড়লো না, ডাল ভাঙ্গলো না। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো শুধু।

বলে উঠল — বাঃ কি সুন্দর পাতাগুলি — কি রূপ। থোকা থোকা ফুলেরই বা কি বাহার — এক ঝাঁক নক্ষত্র নেমে এসেছে যেন নীল আকাশ থেকে সবুজ স ায়রে। বাঃ—

খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে চলে গেল।

কবিরাজ নয়, কবি।

নিমগাছটার ইচ্ছে করতে লাগল লোকটার সঙ্গে চলে যায়। কিন্তু পারলে না। মাটির ভিতর শিকড় অনেকদূর চলে গেছে। বাড়ির পিছনে আবর্জনার স্তূপের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইলো সে।
ওদের বাড়ির গৃহকর্ম- নিপুণা লক্ষ্মীবউটার ঠিক এই দশা।
(পৃঃ ৪৯৯ - ৫০০, বনফুল রচনাবলী (৮ম খন্ড))

যাই হোক, এবার দু'জন লেখকের সমতুল্য গল্পগুলোতে আসা যাক্। রোয়াল্ড ডাহ্লের ''Kiss Kiss'' সংকলনে একটি গল্প পাওয়া যায় — ''Genesis and Catastrophe''। এ গল্পে দেখা যাচ্ছে Alois এর স্ত্রী Klara বারবারই জন্ম দিচ্ছে শিশু সন্তানের, কখনো মেয়ে Ida কখনো ছেলে Otto বা Gustav কে। কিন্তু এই নিয়ে পর পর চারবছরে চারবার জন্ম হলো শিশুসন্তানের। এইবার জন্ম হয়েছে ট্রুস্তপ্সপুত্র এর। ডাক্তারও বলেছেন, ''He is a little small perhaps. But the small ones are often a lot tougher than the big ones.'' কিন্তু Alois তো জানে Ida, Otto, Gustav সবাই খুব ছোট্ট ও দুর্বল হওয়ার কারণেই মারা গেছে। এই শিশুরও সেই একই দশা হবে না তো? শেষে একটি আর্ত আকুতিতে গল্পটি শেষ হয়—

''Everyday for months, I have gone to the Church and begged on my knees that this one will be allowed to live.''
''Yes Klara, I know.''
''Three dead children is all that I can stand, don't you realize that?''
''Of course.''
''He must live, Alois'' He must, he must ..... Oh God, be merciful unto him now.''

আশা করা যায়, এই শিশুসন্তানটি হয়তো বেঁচেই রইলো। কিন্তু প্রায় একই ধরনের সমস্যা নিয়ে লেখা একটি গল্পে বনফুল অনেকগুণ মাত্রা যোগ করে দেন। "অদৃশ্যলোকে'' গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত গল্প ''কেন''? ছোট্ট পরিসরে লেখা একটি কাহিনী, কিন্তু অসাধারণ তার ব্যঞ্জনা, অসাধারণ এক মোচড় এর শেষে, পুরো গল্পট া ব্যক্ত হলেই গল্পের পূর্ণ সৌন্দর্য্য পাঠকের চোখে ধরা পড়বে, তাই বলা —

কেন?
ছেলে হয় আর মরে।
ডাক্তার কবিরাজ সবাই হার মানলেন।
চতুর্থ শিশুর মৃত্যুর পর বাপ মা লক্ষ্য করলেন যে প্রত্যেকের চেহারা প্রায় একরকম।
একই শিশু যেন বারবার আসছে আর চলে যাচ্ছে। কেন? কি চায় ও? যত্ন হচ্ছে না?
পঞ্চম শিশু যখন হলো তখন আঁতুড় ঘরেই সৌখিন জামা, নূতন বিছানা দিয়ে অভ্যর্থনা করা হ'ল তাকে। বাঁচল না।
অনেকে বললেন, ব্রাহ্মণ ভোজন করালে ফল হবে। ষষ্ঠ শিশুর জন্মদিনে ধূমধাম করে ব্রাহ্মণ খাওয়ানো হলো। এমনকি রোশনচৌকি পর্যন্ত বাজল। বাঁচল না।
অজ্ঞাত কোনো পাপ আছে না কি সঞ্চিত? সপ্তম শিশুর জন্মের পর প্রায়শ্চিত্ত করা হ'ল যথাবিধি। তবুও বাঁচল না।
ঠিক একই রকম চেহারার শিশু কখনও ছেলে কখনও মেয়ে হয়ে আসছে আর চলে যাচ্ছে।
মায়ের চোখের জল শুকোয় না। বাপ যাকে পায় তাকে প্রশ্ন করে — কেন?
অষ্টম সন্তান হয়ে গেল, বাপ বললে — ওকে এবার শাস্তি দিয়ে দেব, আর যেন না আসে। আর পারি না আমরা —
বাবা শিশুর হাতের এবং পায়ের সব আঙুলগুলো মুড়িয়ে কেটে দিলেন। নবম শিশু গর্ভে এলো তবু। যথা সময়ে ভূমিষ্ঠও হলো। একটি কন্যা। মুখ অবয়ব সেই একরকম, কিন্তু হাতে পায়ে একটিও অঙ্গুল নেই। এ ম'ল না।
এখনও বেঁচে আছে।
কেন?

এখানে ''twist in the tale'' কথাটি বোধহয় সঠিকভাবে প্রযোজ্য আমার মনে হয়। আবারও সুকুমার সেন-এর কথাসূত্র ধরে বলতে হয় "বনফুলের সিম্প্যাথি" লক্ষ্যণীয়। "বনফুলের গল্পে কারিগরির দিকে ঝোঁক নেই, ঝোঁক আছে আস্ত জীবনের দিকে, যে জীবন বহু বিচিত্র, বহু বিসর্পিত। নিজের দৃষ্টি, নিজের অনুভব কল্পনার তাঁতে, আত্মভাবনার জাল বুনে তাঁর গল্প গড়া নয়। এঁর গল্প প্রচন্ড, হয়তো স্থানে স্থানে মোলায়েম নয়, কিন্তু সর্বদা হৃদ্য এবং পরিতৃপ্তিকর।"
আবারও দুটি সমান্তরাল গল্পের কথায় আসা যাক। অবশ্যই বিষয় বস্তুতে মিল থাকাতে তাদের তুলনা ও বৈপরীত্য খুঁটিয়ে বের করে আনা কিছুটা হলেও সহজস াধ্য। ''Kiss Kiss'' সংকলনের ''The Land lady'' গল্পে মালিকানী মহিলা যিনি আদরের পোষা জন্তুগুলোকে 'Stuff' করে সংরক্ষণ করতেন আর "অদৃশ্যলোকে" সংকলনের "সহধর্মিণী" গল্পে শিকারি বীরেন্দ্রর শিকার করা জন্তুগুলোকে ''Stuff'' করে রাখার মধ্যে কী যেন এক সামঞ্জস্যের সূত্রে আবদ্ধ। যদিও দু'ক্ষেত্রে পরিণতির মাত্রা অন্যরকম। অবশ্য পটভূমিও দু'ক্ষেত্রে ভিন্ন। মানছি যে দুটি গল্পে ভিন্ন ব্যঞ্জনা তবুও 'Stuffed'' জন্তুগুলো যেন দু'ক্ষেত্রেই এক অনন্য অনুভূতির দ্যোতনা সৃষ্টি করে। রোয়াল্ড ডাহ্ল-এর গল্পে নিঃসঙ্গ মহিলাটির ক্ষেত্রে 'Stuff' করা এক অপূর্ব শখ, যা তার প্রিয় পালিত পশুগুলোর সাথে তার বিচ্ছেদ কখনো ঘটায় না। আর বনফুলের গল্পে সে শখ-এ মিশে থাকে এক ভয়ানকতা যা বীরেন্দ্রের "শিকারের শখ" কে অনেকগুণ ছাপিয়ে যায়। বীরেন্দ্রের স্ত্রী মিনতি যখন সদ্য শিকার করা একটি 'Stuffed'' সাপকে সত্যিকারের সাপ মনে করে সিঁড়ি দিয়ে অতর্কিতে গড়িয়ে পড়ে মারা যান তখন এ গল্পের হাস্য-কণ রস মিলেমিশে একাকার। আবারও বনফুল তাঁর গল্পে আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করতে সক্ষম হন।
এভাবেই বহু সমান্তরাল বিষয়ের গল্পগুলোকে আমাদের আলোচনার উপজীব্য করা যেতেই পারে। তবে পরিসর বড়ই কম। অতএব বিখ্যাত এক সমালোচকের কথ ায় বলি, "বনফুলের গল্পে যে-সব নরনারী উপস্থাপিত হয়েছে আমাদের অভিজ্ঞতার ভূমিতে হয়তো তাদের কেউই কখনো দেখা দেয়নি, অথচ মনে হয় তারা যেন অপরিচিত নয়, তাদের মতো কাউকে যেন কোথাও দেখে থাকব, তাদের কথা শুনে থাকব। বনফুলের লেখনীর বলিষ্ঠতার পরিচয় এখানে। বনফুলের গল্পে জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে — ফোটোগ্রাফ ওঠেনি।" আবার "বনফুলের গল্পের যে বিশিষ্টতাটি বুঝতে দেরি হয় না তা হলো গল্পের অনপেক্ষিত অথচ সুসঙ্গত সমাপন।" এ ব্যাপারে ডঃ সুকুমার যেন বনফুলের সঙ্গে ও হেনরীরই তুলনা করেছেন। তবে, এ কথাও ঠিক যে, রোয়াল্ড ডাহ্লের সাথে বনফুলের ছোটগল্পের চিন্তা, বিষয় ও

পরিবেশনের সাযুজ্য কখনোই কষ্টকল্পিত নয়, পরিপূর্ণরূপে স্বচ্ছ। একথা অনস্বীকার্য।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com